সৃষ্টিশীলতা প্রয়োজন। সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখা থেকেই এই পেশায় আসা যায়। মূলত উচ্চ মাধ্যমিকের পরেই পরেই গ্রাফিক্স ডিজাইনিং কোর্স করা যায়।

শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা থাকলেই চলবে না। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিষয়ে পড়তে চাইলে সৃজনশীলও হতে হবে। ফাইন আর্টস বা ভিস্যুয়াল আর্টস নিয়ে পড়াশোনার পর করতে হবে নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের উপর স্পেশালাইজেশন। নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা মত স্পেশালাইজেশনের বিষয় বেছে নিতে হবে। কারও পছন্দ সেরামিক। কারও বা টেক্সটাইল। কেউ বা ভাস্কর্য নিয়ে করতে পারেন স্পেশালাইজেশন। আবার কেউ বা রং-তুলি নিয়েই থাকতে পারেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী, রেল দফতর, কর্পোরেট হাউস, পাটের শিল্প, রেশমের শিল্পে রয়েছে কাজের সুযোগ। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন

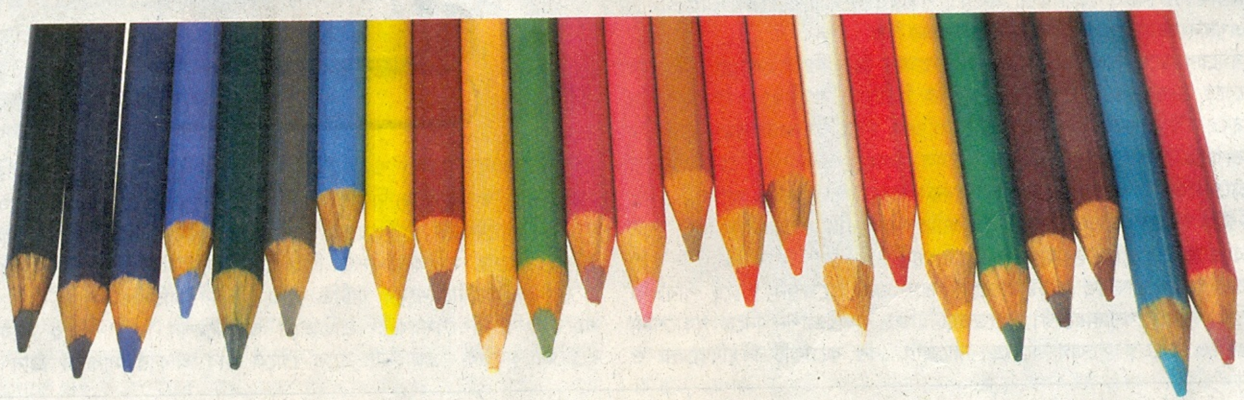

সংস্থায় রয়েছে প্রচুর কাজের সুযোগ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজে চালু করেছে নানান পেশাদারী বিষয়। বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুরের বিভিন্ন কলেজে একাধিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া পেশাদার পাঠক্রম বিবিএ, বিসিএ, জৈব প্রযুক্তি, মাইক্রোবায়োলজি প্রভতি বিষয়ের উপর কোর্স চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা ইউআইটি।

এবার আসা যাক দুর্গাপুর ও আসানসোলের কথায়। দুর্গাপুরের রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের খুব সুনাম ছিল। এখন তা ডিমড ইউনিভার্সিটির মর্যাদা পেয়ে হয়ে উঠেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। দেশ-বিদেশ থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসছেন। আসানসোল ও দুর্গাপুর- দুই শহরেই গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ম্যানেজমেন্ট কলেজ। একই ছাদের তলায় বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রেখেছে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আবার গাঁটছড়া বেঁধেছে বিদেশের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়া পড়ুয়ারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। শুধু দেশে নয়, এমনকি বিদেশেও। দুর্গাপুরে গড়ে উঠেছে তথ্য প্রযুক্তি পার্ক। আসানসোলেও তথ্য প্রযুক্তি পার্কের শিলান্যাস হয়েছে। দুর্গাপুর ও আসানসোলে দেশের নামি দামি স্কুলগুলি শাখা খুলেছে। যেমন দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস)। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ডিপিএস মথুরা ছিল একমাত্র স্কুল। ১৯৪৯ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ সারা দেশে ডিপিএস স্কুলের সংখ্যা ১২৪ টি। এর মধ্যে ৭ টি নতুন দিল্লিতে। ৯৬ টি দেশের অন্যান্য অংশে। দেশের বাইরে রয়েছে ২১ টি স্কুল। বিশ্বজুড়ে আজ ডিপিএস স্কুল মানেই শিক্ষার উৎকর্ষ। বলা বাহুল্য, ডিপিএস আসানসোলও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রায় ১০ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে আসানসোল ডিপিএস। স্টেট অফ দ্য আর্ট মানের কম্পিউটার ল্যাবরেটরি রয়েছে স্কুলটিতে। ২৪ ঘন্টা ইন্টারনেটের সুবিধা যুক্ত ৮০ টি কম্পিউটার আছে। রয়েছে অডিও-ভিস্যুয়াল ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের আধুনিক ব্যবস্থা। স্কুলে প্রাক প্রাথমিক স্তরে প্রতি সেকশনে ৩০ জন করে পড়ুয়া থাকে। প্রথম শ্রেণি থেকে সংখ্যা বেড়ে হয় ৪০। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্কুলে শিক্ষক ও পড়ুয়ার অনুপাত ১:২০ ছড়ায় না। স্কুলটি সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত। দুর্গাপুরের বিধাননগরেও গড়ে উঠেছে ডিপিএস। হাতের কাছে এমন স্কুল থাকায় শিল্পাঞ্চলের কোনও অভিভাবককেই আজ আর তাঁদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়তে হচ্ছে না।